১.১ 'নীতিবিদ্যা'র অর্থ
Meaning of Ethics

ইংরেজী 'এথিক্স' (*Ethics*) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'এথিকা' (*Ethica*) থেকে, যার অর্থ 'রীতি-নীতি' বা 'অভ্যাস।' এথিক্সকে আবার 'মর‍্যাল ফিলসফি' (*Moral Philosophy*) বা 'নীতি-দর্শন'ও বলা হয়। 'মর‍্যাল' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'মোরেস' (*Mores*) থেকে এবং 'মোরেস' শব্দের অর্থও হচ্ছে 'রীতি-নীতি' বা 'অভ্যাস'। কাজেই বলা হয় যে, এথিক্স বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের রীতিসম্মত আচরণ বা অভ্যাসজাত আচরণ। ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এথিক্স বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের চরিত্র (*character*) বা আচরণের (*conduct*) ঔচিত্য বা ভালত্ব।'[১] 'কনডাক্ট' হচ্ছে চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ—কনডাক্ট বা আচরণের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। কাজেই, বলা যায়, **যে শাস্ত্র মানুষের চারিত্রিক বহিঃপ্রকাশের অর্থাৎ আচরণের ভালত্ব বা মন্দত্ব নিয়ে আলোচনা করে তাকেই বলা হয় 'এথিক্স' বা 'নীতিবিদ্যা'।**

'আচরণ' বলতে আবার মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মকেই বোঝায়। যে-সব কাজ মানুষ ইচ্ছা হলে করে, আবার ইচ্ছা না হলে করে না, কেবল সেইসব স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই নৈতিক বিচার—'ভালত্ব' 'মন্দত্বের' বিচার সম্ভব। যে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের কোন স্বাধীনতা নেই, অর্থাৎ যে কাজ করতে আমরা বাধ্য, সেইসব বাধ্যতামূলক ক্রিয়াকর্মের নৈতিক বিচার (ভালত্ব-মন্দত্বের বিচার) হতে পারে না। আমরা এমন বলি না যে 'প্রশ্বাস গ্রহণ করা ভাল/মন্দ' অথবা 'শ্বাস ত্যাগ করা ভাল/মন্দ', কেননা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বাধ্যতামূলক। যে কাজ আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়, যে কাজ করতে আমরা বাধ্য থাকি, সেই কাজের দায়ভার আমরা বহন করি না, এবং যে কাজের দায়ভার বহন করি না তাকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' বলা অর্থহীন। **বাধ্যতামূলক ক্রিয়া অথবা যে-সব ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত নয়, সেসব ক্রিয়া তাই 'নৈতিক' নয়, 'অনৈতিক'** (*non-moral*)। প্রতিবর্তক্রিয়া (*reflex action*), অবোধ শিশু বা উন্মাদের ক্রিয়া অনৈতিক ক্রিয়া।

মানুষের ইচ্ছাকৃত ক্রিয়া অর্থাৎ আচরণই কেবল নৈতিক-ক্রিয়া বা কর্মরূপে গ্রাহ্য হবে। আমার ইচ্ছা হলে আমি সত্য কথা বলতে পারি, অহিংস থাকতে পারি, চুরি না করে থাকতে পারি; আবার ইচ্ছা হলে মিথ্যা কথা বলতে পারি, হিংসা করতে পারি, চুরি করতে পারি। যে কাজ **করার স্বাধীনতা** আমার থাকে, সেকাজ **না-করার স্বাধীনতাও** আমার থাকে। এ জন্যই সত্য কথা বলা অথবা মিথ্যা কথা বলা, হিংসা না করা অথবা হিংসা করা, চুরি না করা অথবা চুরি করা নৈতিককর্ম। উল্লেখযোগ্য যে, **নীতিবিদ্যায় 'নৈতিককর্ম' বলতে 'ভাল' এবং 'মন্দ', 'ন্যায়' এবং 'অন্যায়' উভয় প্রকার কর্মকেই বোঝায়।** সত্য কথা বলা যেমন নৈতিককর্ম, মিথ্যা কথা বলাও তেমনি নৈতিককর্ম। প্রথমটি নীতিসম্মত, দ্বিতীয়টি নীতি-গর্হিত—কোনটিও অনৈতিক ক্রিয়া নয়। **নৈতিক গুণাগুণযুক্ত ক্রিয়ামাত্রই নৈতিককর্ম।** স্বেচ্ছাকৃত কর্মেই কেবল নৈতিক দোষ-গুণ থাকে। **নীতিশাস্ত্রে স্বেচ্ছাকৃত কর্মের বা আচরণেরই কেবল নৈতিক দোষ-গুণ বিচার করা হয় এবং তা করা হয় কোন এক বা একাধিক নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে।**

---

১. 'Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct.'—A Manual of Ethics. J.S. Mackenzie. P.1.

আমরাও, সাধারণ মানুষরাও, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের আচরণের নৈতিক গুণাগুণ বিচার করে থাকি। আমরা বলি, 'তার একাজ করা **উচিত** হয়নি', 'প্রতিবেশীকে সাহায্য করা **ভাল** কাজ', 'সে পুরোপুরি **ভাল** মানুষ', 'তার চরিত্র **মন্দ**' ইত্যাদি। তবে, আমাদের এজাতীয় নৈতিক বিচার সকলেই স্বীকার করে না; অনেকে আবার বিরুদ্ধ বিচারও দিয়ে থাকে। যাকে আমি 'ভাল' মানুষ বলি, আমার কোন বন্ধু তাকেই 'খারাপ' বা 'মন্দ' বলতে পারে। আসলে, আমাদের লৌকিকজ্ঞানে (*commonsense knowledge*) 'ভাল' 'মন্দ' প্রভৃতি নৈতিক ধারণাগুলি স্পষ্টার্থক নয়। **'এথিক্স' বা নীতিবিদ্যা আমাদের এসব 'ভাল-মন্দের' নৈতিক প্রত্যয়গুলি বিশ্লেষণপূর্বক তাদের সঠিক ও সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে চায়।** 'ভাল', 'উচিত', 'ন্যায়' ইত্যাদি নৈতিক শব্দের সঠিক অর্থ কি? 'মন্দ' 'অনুচিত', ইত্যাদি বলতেই বা ঠিক কি বোঝায়? নৈতিক বিচারের (কাজের 'ভালত্ব'-'মন্দত্ব' বিচারের) মানদণ্ড কি? নৈতিক পরমাদর্শ বলে কিছু আছে কি?—নীতিবিদ্যা এজাতীয় প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করে এবং তা করে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক। অধ্যাপক লিলি (*Lillie*) তাই বলেন, 'আমাদের কথাবার্তায় আমরা যে 'ভাল' 'যথোচিত', 'উচিত', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি, সেসবের সঠিক অর্থ কি?—এ প্রকার প্রশ্নই হচ্ছে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়'।[২]

১.২ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা
Definition of Ethics

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়, নীতিবিদ্যা হল মানুষের চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'নীতিবিদ্যা হল আচরণের ঔচিত্য বা ভালত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।'[৩] নীতিবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যাপক লিলির (*Lillie*) সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা সংজ্ঞাটিতে নীতিবিদ্যার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে। লিলির মতে, **'নীতিবিদ্যা হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ, বা অনুরূপ বিচার করা হয়।'**[৪] লিলির এই সংজ্ঞাটিতে নীতিবিদ্যার নিম্নোক্ত মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছেঃ

১। নীতিবিদ্যা একটি **বিজ্ঞান**।
২। নীতিবিদ্যা **আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান**।
৩। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় **আচরণ**।
৪। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় **মানুষের আচরণ**।
৫। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় **সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ**।

লিলির মতে, ***প্রথমত,*** নীতিবিদ্যা একটি **বিজ্ঞান**। 'বিজ্ঞান' বলতে বোঝায়, কোন বিশেষ প্রকার বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। এখানে 'যুক্তিসম্মত' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণজ্ঞানও জ্ঞান, যদিও তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মতো যুক্তিসম্মত নয়। লৌকিক বা সাধারণজ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকজ্ঞানের আসল পার্থক্য হল যুক্তিযুক্ততার পার্থক্য। অজ্ঞ ও অশিক্ষিতের জ্ঞান যুক্তিহীন ও অসংবদ্ধ। বিজ্ঞানীর জ্ঞান যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ। বিজ্ঞানীর জ্ঞান আবার ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান নয়, অপরাপর বিজ্ঞানীরাও ঐ জ্ঞানকে গ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী যখন কোন রোগ নিরাময়ের নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন, তখন অপরাপর চিকিৎসকগণ সেই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি না দিলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। সর্বোপরি,

প্রত্যেক বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে; কোন বিজ্ঞানই জগতের সমুদয় বস্তু ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে না। বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ প্রকার বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে বিশিষ্টজ্ঞান। উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় উদ্ভিজগৎ। রসায়নবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণ। মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় প্রাণীর মন, ইত্যাদি। লিলির অভিমত হল, এই অর্থে, নীতিবিদ্যাও একটি বিজ্ঞান। নীতিবিদ্যারও এক বিশেষ **আলোচ্য বিষয় আছে** এবং তা হল, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিকবিচার, এবং ঐ বিচার করা হয় যুক্তিসম্মতভাবে যাতে তা **সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য** হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নীতিবিদ্যা এক **আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান** (*Normative science*), তথ্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (*Positive science*) নয়। বাস্তবে যা ঘটে তাকে বলে 'তথ্য' বা 'ব্যাপার'। যে সব বিজ্ঞান তথ্য বা ব্যাপারের বর্ণনা দেয়, তাদের বলে 'তথ্যনিষ্ঠ' বা 'বস্তুনিষ্ঠ' বিজ্ঞান। আদর্শ হল তাই যা বাস্তবে ঘটে না কিন্তু যা ঘটা উচিত। স্পষ্টতই, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রম্য। তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানকে **'বর্ণনামূলক বিজ্ঞান'**ও (*Descriptive science*) বলা হয়, কেননা এ সব বিজ্ঞানের বিষয় যেমন, তেমন তার বর্ণনা দেওয়া হয়, বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয় না। উদ্ভিদবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। বিভিন্ন উদ্ভিদ যেভাবে প্রতিভাত হয় সেভাবে তাদের বর্ণনা করাই উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাজ। 'উদ্ভিদবিজ্ঞানী যদি কোন উদ্ভিদের বর্ণনা না ক'রে তাকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ', 'সুন্দর' অথবা 'কুৎসিত'রূপে বিচার করেন তাহলে তাকে আর 'উদ্ভিদবিজ্ঞানী' বলা যায় না।'[৫] তেমনি, মানুষের আচরণের পশ্চাতে কোন্ অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কাজ করে, মনোবিদ কেবল তাই নির্ণয় করতে চান; সেই উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় 'ভাল' অথবা 'মন্দ' তা বিচার করেন না। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এমন নয়। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানে কোন এক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মানবজীবনের তিনটি আদর্শকে **পরমাদর্শ** (*summum-bonum*) বলা হয়—**সত্য, শিব** (কল্যাণ বা মঙ্গল) ও **সুন্দর**। এই তিনটি আদর্শের ওপর নির্ভর করে তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—যুক্তিবিজ্ঞান (*Logic*), নীতিবিদ্যা (*Ethics*) ও নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যবিজ্ঞান (*Aesthetics*)। **সত্যকে** আদর্শরূপে গ্রহণ করে যুক্তিবিজ্ঞান বচনের সত্যমূল্য নির্ধারণ করে। **সৌন্দর্যকে** আদর্শরূপে গ্রহণ করে সৌন্দর্যবিজ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষের জগৎকে সুন্দর অথবা অসুন্দররূপে বিচার করে। **শিব** বা কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ ভাল না মন্দ তা বিচার করে। কাজেই, নীতিবিদ্যা এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। তবে, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হলেও নীতিবিদ্যা কেবল **শিব** বা কল্যাণের আদর্শের উল্লেখই করে না, সেই আদর্শকে জানতে চায়, তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। কাজেই, নীতিবিদ্যা, এক **আদর্শনিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।**

তৃতীয়ত, নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে **আচরণ** (*conduct*)। 'আচরণ' বলতে বোঝায় 'মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম' বা 'ঐচ্ছিকক্রিয়া' (*voluntary actions*)। ঐচ্ছিকক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছা সম্পর্কে কর্মকর্তার চেতনা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে; **'ঐচ্ছিকক্রিয়া' বলতে আসলে বোঝায় সেইসব ক্রিয়াকে যাদের কর্মকর্তা ইচ্ছা হলে করতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে না-করতেও পারে।** অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বারা যেসব ক্রিয়ার (তা সচেতন হতে পারে, আবার সচেতন নাও হতে পারে) পরিবর্তন সাধন কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব সেসবই হচ্ছে ঐচ্ছিক ক্রিয়া। এই অর্থে, **অভ্যস্তক্রিয়াও** (*habitual action*) ব্যক্তির 'আচরণ'রূপে গ্রাহ্য হবে এবং তা নৈতিক বিচারের (ভালত্ব/মন্দত্ব বিচারের) বিষয়বস্তু হবে। কারও চোখ পিট্ পিট্ করার মুদ্রাদোষটি সচেতন ক্রিয়া না হলেও তা ঐচ্ছিকক্রিয়ারূপে নৈতিক-বিচারের বিষয়বস্তু হবে, যদি সচেতন প্রয়াস বা ইচ্ছার দ্বারা ক্রিয়াটির পরিবর্তন ঘটান কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব হয়। এজন্যই, মেয়েদের দিকে কেউ ঐভাবে তাকালে তার ঐ কাজকে 'মন্দ' বলা যাবে। আবার, 'আচরণ' বলতে কেবল চলা-বলার (*speech and movements*) মতন বাহ্যিক আচরণকেই বোঝায় না, সেসবের মূলে যে কামনা-বাসনা, উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় থাকে তাদেরও বোঝায়। এজন্য, বাহ্যিক চলা-বলার মতন উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়ও নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তুরূপে গ্রাহ্য হবে।

---

৫. 'If the botanist judges a certain plant to be good or bad, or even to be beautiful or ugly, he is no longer doing the work of a botanist, whose business it is to describe what he observes.' An Introduction to Ethics. W. Lillie. P. 2.

চতুর্থত, কেবল **মানুষের আচরণই** নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ নয়। গৃহস্বামীর প্রতি পরিবারের সদস্যদের আনুগত্য প্রকাশকে যেমন 'ভাল' বলে বিচার করা যায়, প্রভুর প্রতি গৃহপালিত কুকুরের আনুগত্য প্রকাশকে তেমনি 'ভাল' বলে বিচার করা যাবে না। এর কারণ হল, কুকুরের আনুগত্য প্রকাশ ঐচ্ছিকক্রিয়া নয়; ইচ্ছাপূর্বক কুকুরটি যেমন আনুগত্য প্রকাশ করে না, তেমনি ইচ্ছাপূর্বক আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেও পারে না, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কুকুরটি তার ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কিন্তু পরিবারের কোন সদস্য যেমন তার ইচ্ছা অনুসারে গৃহস্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তেমনি বিরূপ ইচ্ছা হলে সে ঐ আনুগত্য প্রকাশ নাও করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছাবশত কোন কাজ করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম ইতর প্রাণীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয় এবং সেজন্য কেবল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই নৈতিক বিচার হতে পারে।

সর্বোপরি, নীতিবিদ্যা **সমাজে বসবাসকারী** মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজের পটভূমিতেই মানুষের কাজের নৈতিক বিচার—ভালত্ব-মন্দত্বের বিচার—সম্ভব। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই মানুষের আচরণকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ', 'ন্যায়' অথবা 'অন্যায়' বলা যেতে পারে। যে মানুষ তার আচার-আচরণের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে না এবং অন্যের আচার-আচরণের দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয় না, তাকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' কিছুই বলা যাবে না। সমাজের মধ্যে বসবাস করেই মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়, তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে চায়, নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে চায়। অ্যারিস্টটল্ (*Aristotle*) যথার্থই বলেছেন, 'যে মানুষ সমাজে বসবাসের উপযোগী নয়, অথবা স্বনির্ভর হওয়ায় সমাজ যার কাছে প্রয়োজনীয় নয়, সেই অসামাজিক জীব হয় পশু অথবা দেবতা।'[৬]